তারিখ 2 3 SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক বাংলা

2

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ৬ই আশ্বিন, ১৩৯৪ : ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

পাঠ্য বইয়ের অভাব

একজন পাঠক অভিযোগ করেছেন, স্নাতক শ্রেণীর বাংলা বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। ডিগ্রী পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী বাংলায় অকৃতকার্য হয়ে দুর্ভোগের শিকার হয়ে থাকেন। পত্র লেখক বই না পাওয়াকে এই অকৃতকার্যতার প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। এ অভিযোগ খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। আমরা যদি পাঠ্য বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হই শিক্ষার্থীরা তারপরও উচ্চমানের দক্ষতার অধিকারী হয়ে উঠবে, অনেক মাথা খাটিয়ে পাতা প্রশ্নের ফাঁদ অবলীলায় পাড়ি দেবে, এমনটা আশা করা যায় না।

ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের ঠিক কোন বইটি বা বইগুলো দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে অভিযোগে তার উল্লেখ নেই। তবে গদ্য পদ্য প্রবন্ধের নির্ধারিত সংকলনগুলো বাজারে নেই বলে জানা গেছে। এর কারণ দুর্বোধ্য। উল্লিখিত সংকলনগুলোকে ভিত্তি করেই পাঠ্যসূচী তৈরি হয়েছে। তাছাড়া এগুলোর প্রকাশনার দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়েরই হাতে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বইগুলোর তাই বাজারে মওজুদ থাকার কথা। অন্য প্রকাশকের বই পাঠ্য করা হলেও তার সহজপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই তা করা উচিত।

পাঠ্যবই প্রসঙ্গে আরো একটি ব্যর্থতার দিকে নজর আকৃষ্ট করা জরুরী মনে করছি। বিভিন্ন কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রম ('৮৭-৮৯ সেসন) প্রায় দু মাস আগেই চালু হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ শ্রেণীর জন্যে নির্ধারিত ইংরেজী ও বাংলা সংকলন এখন বাজারে নেই। এ বইগুলো প্রকাশের দায়িত্ব টেক্সট বুক বোর্ডের। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম দু বছরের হলেও ছুটিছাটা এবং অন্যান্য বিপত্তি বাদ দিয়ে ক'দিন ক্লাস হয় তা বোর্ডের অজানা থাকার কথা নয়। এ অবস্থায় বই পেতেই যদি কয়েক মাস কেটে যায় শিক্ষার্থীদের অবস্থা কোথায় গড়াবে অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

আমাদের জানা মতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর কেবল এই ইংরেজী আর বাংলা সংকলন প্রকাশের দায়িত্বই বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। বইগুলো খুব বৃহদায়তনও নয়। এগুলোর মুদ্রণ বাঁধাই-এ কতো সময় লাগতে পারে যে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার দু মাস পরও শিক্ষার্থীরা বই পাবে না? বিষয়টি আমাদের বুদ্ধির অগম্য বলেই আমরা আশা করব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যর্থতার একটি উপযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা জনসাধারণকে আশ্বস্ত করবেন, আর একই সঙ্গে এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে বইগুলো অবিলম্বে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে।